বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়
সৈয়দপুর, নীলফামারী

সার্বিক তত্ত্বাবধান

তুষার কান্তি রায়
পরিসংখ্যান তদন্তকারী
উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী

সম্পাদনা পরিষদ

জনাব তুষার কান্তি রায় সদস্য
পরিসংখ্যান তদন্তকারী
উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী

প্রকাশকাল: ০৫ অক্টোবর ২০২৩

সূচিপত্র

ক্র: নং	বিবরণ	মন্তব্য
১.	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর পটভূমি	৪
২.	বিবিএস এর ভিশন	৪
৩.	বিবিএস এর কার্যাবলী	৪-৫
৪.	বিবিএস এর প্রধান প্রধান শুমারি ও জরিপসমূহ	৬
৫.	বিবিএস কর্তৃক প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টসমূহ	৬-৮
৬.	উপজেলা পরিসংখ্যান সৈয়দপুর, নীলফামারী অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো	৯
৭.	উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয় সৈয়দপুর, নীলফামারী এর বিদ্যমান জনবল	৯
৮.	উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী এর অভিলক্ষ্য (Mission)	১০
৯.	উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী এর সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:	১০
১০	উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:	১০
১১	২০২২-২৩ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ (উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী)	১১
১২	নাগরিকের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করিবার জন্য প্রদত্ত সুবিধাদির বিবরণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা	১২

পটভূমি:

পরিসংখ্যান কোন একটি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, অগ্রগতি ও বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে। সে লক্ষ্য ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের পর বাংলাদেশের সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে পরিসংখ্যানের সম্যক গুরুত্ব উপলব্ধি করা হয়। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারা এবং দিক-নির্দেশনায় ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা ৪টি পরিসংখ্যান অফিস (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন ‘পরিসংখ্যান ব্যুরো”, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন 'কৃষি পরিসংখ্যান ব্যুরো' ও 'কৃষি শুমারি কমিশন' এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ‘আদমশুমারি কমিশন')-কে একীভূত করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন সমন্বিত আইন, বিধি বা নীতিমালা না থাকায় কিছু আদেশ ও পরিপত্রের মাধ্যমে পূর্বে বিবিএস এর কাজ পরিচালিত হতো। ২০১৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পরিসংখ্যান আইন মহান জাতীয় সংসদে পাশ হওয়ার মধ্য দিয়ে বিবিএস সত্যিকার অর্থে একটি আইনগত ভিত্তি পেয়েছে। উক্ত আইনের ৬ ধারা অনুযায়ী আইন পাশের পর একই বছর ৩ মার্চ তারিখে গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিবিএস এর ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সূচনা করেছে। এটি দেশের জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে কাজ করছে।

বিবিএস-এর ভিশন

জাতীয় পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ।

বিবিএস এর কার্যাবলি:

পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিবিএস এর কার্যাবলি নিম্নরূপ:

(ক) সঠিক, নির্ভুল সময়োপযোগী এবং মানসম্মত পরিসংখ্যান প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;
(খ) সঠিক, নির্ভুল ও সময়োপযোগী পরিসংখ্যান প্রণয়নের জন্য দেশের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে জরিপ পরিচালনা;
(গ) জনশুমারি, কৃষি শুমারি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ শুমারি, অর্থনৈতিক শুমারিসহ অন্যান্য শুমারি ও তারিণের লক্ষ্যে যাবতীয়কার্যক্রম গ্রহণ;
(ঘ) সরকারি পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদ, নীতি-নির্ধারক, গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জাতীয়ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য ব্যবহারকারীগণের চাহিদা অনুসারে দ্রুততার সহিত নির্ভরযোগ্য ও

পরিসংখ্যান সরবরাহকরণ:

(ঙ) পরিসংখ্যান বিষয়ক নীতিমালা ও পদ্ধতি প্রনয়ন

(চ) শাখা কার্যালয়ের কার্যাদি সরেজমিনে তদারক এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এর প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ:

(ছ) জাতীয়পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্র (National Strategy for the Development of Statistics) প্রবর্তন এবং সময়সময়হালনাগাদকরণ;

(জ) পরিসংখ্যান বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয়প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ ;

(ঝ) পরিসংখ্যানের ভূমিকা ও কার্যক্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(ঞ) পরিসংখ্যান কার্যক্রম সম্পাদনে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(ট) যে কোন কর্তৃপক্ষ, পরামর্শ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে পরিসংখ্যান বিষয়ে প্রয়োজনীয়সমন্বয়ও সহযোগিতা প্রদান;

(ঠ) ভোক্তার মূল্য-সূচকসহ অন্যান্য মূল্যসূচক এবং জাতীয়হিসাব প্রস্তুতকরণ;

(ড) অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, সামাজিক ও জনমিতি সংক্রান্ত নির্দেশক প্রণয়ন ও প্রকাশকরণ:

(ঢ) ভূমি ব্যবহারসহ বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন, উৎপাদন ব্যয়এবং ফসলাধীন জমির পরিমাণ প্রাক্কলন;

(ণ) জিও-কোড সিস্টেম প্রণয়ন এবং একমাত্র সরকারি জিও-কোড সিস্টেম হিসেবে উহা হালনাগাদকরণ ও সংরক্ষণ এবং অন্যান্য সকল সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহারের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ;

(ত) জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার (National Population Register) প্রণয়ন ও সময়সময় হালনাগাদকরণ:

(থ) সমন্বিত সেন্ট্রাল জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (Geographic Information System) প্রণয়ন;

(দ) পরিসংখ্যানের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ আন্তর্জাতিক মানে প্রমিতকরণ (Standardization);

(ধ) সংরক্ষণের বিকল্প ব্যবস্থাসহ জাতীয়তথ্য ভাণ্ডার প্রণয়ন ও আধুনিক পদ্ধতিতে আর্কাইভে সংরক্ষণ;

(ন) জাতীয়ও আন্তর্জাতিক সংস্থার জন্য প্রণীত সরকারি পরিসংখ্যানের মান সত্যকরণ

(প) পরিসংখ্যান সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা প্রদান:

(ফ) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন; এবং

(ব) উপরিউক্ত দায়িত্ব পালন ও কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ শুমারি ও জরিপসমূহ নিম্নরূপ:

ক্রমিক	কার্যক্রম	মন্তব্য
১	জনশুমারি ও গৃহগণনা	১৯৭৪ সাল থেকে ১০ বছর অন্তর মোট ৫ টি শুমারি পরিচালিত হয়েছে
২	অর্থনৈতিক শুমারি	১৯৮৬ সাল থেকে মোট ৩ টি শুমারি পরিচালিত হয়েছে
৩	কৃষি শুমারি	১৯৭৭ সাল থেকে মোট ৪ টি শুমারি পরিচালিত হয়েছে
৪	খানার আয় ব্যয় জরিপ	১৯৭৩-৭৪ সাল থেকে মোট ১৫ টি জরিপ পরিচালিত হয়েছে
৫	শ্রমশক্তি জরিপ	১৯৮০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৩ টি জরিপ পরিচালিত হয়েছে
৬	স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সার্ভে	১৯৮০ সাল থেকে বাৎসরিক ভিত্তিতে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে
৭	উৎপাদন শিল্প জরিপ	১৯৭২ সাল থেকে ২৮ টি জরিপ পরিচালিত হয়েছে
৮	মাল্টিপল ইন্ডিকেটর এর সাতে	১৯৯৩ সাল থেকে ১২ টি জরিপ পরিচালিত হয়েছে
৯	চাইল্ড নিউট্রিশন সার্ভে	১৯৮৫-৮৬ সাল থেকে ৭ টি করিপ পরিচালিত হয়েছে
১০	কৃষি দাগগুচ্ছ জরিপ	১৯৭৪ সাল থেকে বাৎসরিক ভিত্তিতে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে
১১	ওয়েজ রেট সার্ভে	১৯৯৭৪ সাল থেকে বাৎসরিক ভিত্তিতে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে
১২	মূল্য ও মজুরি পরিসংখ্যান	১৯৭৪ সাল থেকে বাৎসরিক ভিত্তিতে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে
১৩	হেলথ অ্যান্ড ডেমোগ্রাফিক সার্ভে	১৯৮০ সাল থেকে ৫ টি জরিপ পরিচালিত হয়েছে
১৪	কৃষি ফসলের আয়তন ও উৎপাদন জরিপ	১৯৭২ সাল থেকে বাৎসরিক ভিত্তিতে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে
১৫	পরিবেশ, জলবায়ু ও দুযোগ পরিসংখ্যান	২০১৬ সাল থেকে জরিপ ও সেকেন্ডারি উৎস হতে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ, জলবায়ু ও দুযোগ পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হচ্ছে
১৬	কৃষি শুমারি।	২০১১ সালে সম্পন্ন হয়েছে

বিবিএস কর্তৃক প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টসমূহ

জনশুমারি ও জরিপ সংক্রান্ত কার্যক্রম:

(ক) জনশুমারি ও গৃহগণনা: জনশুমারি ও গৃহগণনা বিবিএসের একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। জনসংখ্যার আকার, ভৌগোলিক বিন্যাস ও জনমিতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহের মানসম্পন্ন Benchmark Database এর জন্য তথ্য সংগ্রহ করা, জাতীয়উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ, জাতীয়সম্পদের সুষ্ঠু ও সুষম বণ্টন, চাকরিক্ষেত্রে আঞ্চলিক কোটা নির্ধারণ প্রভৃতি কার্যক্রমে জনশুমারি ও গৃহগণনার তথ্য অপরিহার্য। ১৫-১৯ মার্চ ২০১১ দেশের পঞ্চম জনশুমারি (আদমশুমারি ও গৃহগণনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত শুমারিতে প্রথম iCADE Software ব্যবহার ও ICR মেশিনে ২০১১ সালের শুমারির তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে দ্রুততম সময়ে শুমারির নির্ভুল ফলাফল দেয়া সম্ভব হয়েছে। এ শুমারির অধীন ০৫ টি ন্যাশনাল রিপোর্ট ৬৪ টি জেলা রিপোর্ট, সকল জেলার কমিউনিটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। একইসাথে ১৪ টি মনোগ্রাফ এবং ০১ টি পপুলেশন প্রজেকশন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। আগামী ২০২২ জুন মাসের মধ্যে বাংলাদেশের ৬ষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুষ্ঠিত হবে।

(খ) অর্থনৈতিক শুমারি: ২০১৩ সালের মার্চ-মে মাসে বাংলাদেশে তৃতীয় অর্থনৈতিক শুমারির তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। অ-কৃষিমূলক খাতগুলোকে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়নমুখী করার লক্ষ্যে একটি পরিসংখ্যান ভিত্তিক কার্যকর ভিত গড়ে তোলাই এ শুমারির মূল উদ্দেশ্য। তৃতীয়অর্থনৈতিক শুমারির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করে রেকর্ড কম সময়ের মধ্যে গত ১৭ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে শুমারির প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া শুমারির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের গুণগত মান যাচাইয়ের লক্ষ্যে মূল শুমারি সম্পন্ন হওয়ার পর সম্ভাব্য কম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গণনা পরবর্তী যাচাই (পিইসি) কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। আধুনিক সফটওয়্যার ব্যবহার করে এবারই প্রথম ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের (UISC) মাধ্যমে স্থানীয়পর্যায়ে স্থাপিত সরকারের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সম্ভাব্য সর্বনিম্ন সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক শুমারির তথ্য বিবিএস সদর দপ্তরে কম্পিউটারে ধারণ করা হয়। অর্থনৈতিক শুমারির সকল রিপোর্ট যথাসময়ে প্রকাশ করা হয়েছে। বিজনেস রেজিস্টার: দেশের প্রত্যেকটি স্থায়ী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক তথ্যসম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রিভূত তথ্য ভান্ডার তৈরির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিজনেস রেজিস্টার (Business Register) প্রস্তুত কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এটি দেশের অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান প্রণয়নের প্রধান কাঠামো হিসেবে ব্যবহৃত হবে। বিজনেস রেজিস্টারে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, আইনগত কাঠামো, কার্যাবলীর ধরণ, নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা, বাৎসরিক গড় উৎপাদন, মোট সম্পদের পরিমাণ ইত্যাদি তথ্য থাকবে।

(গ) কৃষি শুমারি: দশ বছরের ধারাবাহিকতায়দেশের পরবর্তী অর্থাৎ ৫ম কৃষি শুমারি ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ অনুযায়ী কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি অনুষ্ঠিত হবে। সমন্বিতভাবে এ শুমারি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। কৃষি, ভূমি ব্যবহার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবকাঠামোগত পরিবর্তন বিষয়ক তথ্য এ শুমারিতে সংগ্রহ ও প্রকাশ করা হবে।

(ঘ) ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস: বিবিএস ১৯৮০ সাল হতে স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম শীর্ষক জরিপ নিয়মিতভাবে পরিচালনা করে বার্ষিক প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা, জন্মহার, মৃত্যুহার, শিশু মৃত্যুহার, মাতৃ মৃত্যুহার প্রত্যাশিত গড়আয়ু, বিবাহ/তালাকের হার, আগমন-বহির্গমন হার, জন্ম নিরোধক ব্যবহার হার ও প্রতিবন্ধী হার ইত্যাদি তথ্য প্রকাশ করে থাকে।

(ঙ) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (TVET) প্রতিষ্ঠান শুমারি: দেশে প্রথমবারের মতো সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে বিবিএস কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (TVET) প্রতিষ্ঠান শুমারি ২০১৫ পরিচালনা করেছে।

(চ) অন্যান্য শুমারি ও জরিপসমূহ: এছাড়াও বিবিএস এর রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের বাজেটের অর্থে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন জরিপের মাধ্যমে পরিসংখ্যান প্রণয়ন করে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে উইং ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি যথা-বস্তি শুমারি ও ভাসমান লোকগণনা ২০১৪, হেলথ অ্যান্ড মরবিডিটি স্ট্যাটাস সার্ভে ২০১৪, চাইল্ড মাদার নিউট্রিশন সার্ভে ২০১৪, এডুকেশন হাউজহোল্ড সার্ভে ২০১৪, জনজীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব শীর্ষক জরিপ, ২০১৫ পল্লী ঋণ জরিপ ২০১৪, বিভিন্ন ফসলের উৎপাদনশীলতা নিরূপণ জরিপ, জাতীয়হিসাব উন্নয়ন কর্মসূচি এবং স্টেট ফেইজ ফর ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার কার্যক্রমসমূহ সম্পন্ন করেছে। এছাড়াও বিবিএস নিয়মিতভাবে ত্রৈমাসিক শ্রমশক্তি জরিপ, শিশু শ্রমশক্তি জরিপ, মাল্টিপল ইনডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে, উৎপাদনশীলতা জরিপ, সার্ভে অব ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি এবং মজুরি হার জরিপ ইত্যাদি। পরিচালনা করে থাকে।

(ছ) বিবিএস কর্তৃক Dier Producer Dialogue আয়োজন: সকল ধরনের জরিপ ও শুমারি কার্যক্রমের পূর্বে Data Producer হিসেবে বিবিএস নিয়মিতভাবে শুমারি জরিপ পরিকল্পনা, প্রশ্নপত্র, ডিজাইন, জরিপের ক্ষেত্রে নমুনায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে আনুষ্ঠানিক সভা, ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট Data user s Stakeholder গণের নিকট তা উপস্থাপন করে এবং তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত গ্রহণ করে থাকে।

(জ) অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম:

বিবিএস জাতীয়এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্বের অন্যান্য দেশের জাতীয়পরিসংখ্যান সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে আসছে। বিবিএস জাতীয়সংস্থা যেমন: A2i, GED, NSDC, BIDS, DAE DGHS, ISRT এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন: UNFPA, UNDP, UNICEF, WHO, FAO, ICDDR.B. World Bank, UN-ESCAP, JICA, KOICA, SESRIC, WFP প্রভৃতির সাথে সমন্বয়ও গবেষণাধর্মী কাজ করছে।

উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী এর সাংগঠনিক কাঠামো

১. পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ০ জন
২. পরিসংখ্যান তদন্তকারী ০১ জন
৩. জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী ০ জন
৪. অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ০১ জন (ডেপুটেশন)
৫. চেইনম্যান ০১ জন

উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী এর জনবল (৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি. তারিখে):

	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	আউটসোসিং	মোট
অনুমোদিত	১	-	৩	১	-	৫
কর্মরত	-	-	১	১	-	২

উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী **এর অভিলক্ষ্য (Mission)**

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে ও জনকল্যাণে আধুনিক পদ্ধতিতে পরিসংখ্যান প্রস্তুত এবং উন্নত তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তা বিশ্লেষণ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ।

উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী এর সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

সমস্যা: অর্গানোগ্রাম অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবলের ঘাটতি। নিজেস্ব অফিস ভবনের অভাব। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা, পরিসংখ্যান প্রস্তুতকরণে তথ্য-উপাত্ত সংক্রান্ত সংজ্ঞা, ধারণা ও পদ্ধতির সামঞ্জস্য বিধান।

চ্যালেঞ্জসমূহ: তথ্য সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতা ছাড়াও বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা হতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সকল অন্তরায় দূরীকরণ অন্যতম চ্যালেঞ্জ। পরিসংখ্যানিক তথ্য ও উপাত্ত প্রদানে উত্তরদাতার অনাগ্রহ সঠিক পরিসংখ্যান প্রস্তুতের ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহিত কার্যক্রমসমূহের বাজেট স্বল্পতা এবং বাজেট সময়মত না পাওয়া কাজের গতিকে শ্লথ করে।

উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

৪র্থ শিল্প বিপ্লব এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে আওতাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা করা; প্রযুক্তিগত ও পেশাগত নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ; পরিসংখ্যান প্রস্তুতকরণে তথ্য-উপাত্ত সংক্রান্ত সংজ্ঞা, ধারণা ও পদ্ধতির সামঞ্জস্য বিধানে পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ; পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০৪১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (SDGs) এর অগ্রগতি মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগপূর্বক তথ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ; যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধিকরণ; স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে জনকল্যাণে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব ও মাঠ পর্যায়ে ডেটা প্রদানে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে জনগণকে উদ্বদ্দকরণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি।

উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজসমূহ নিম্নরূপ:

> ০৬টি প্রধান ফসল ও ১৬৩ টি অপ্রধান ফসলের একর প্রতি উৎপাদন ও উৎপাদন-ব্যয় এবং ফসলাধীন জমির পরিমাণ বিভাগীয়ওয়ারী সমন্বয় করে নির্ধারিত সময়ে সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

> বন জরিপ, মৎস উৎপাদন সংক্রান্ত জরিপ, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির হিসাব প্রাক্কলন এবং ভূমি ব্যবহার ও সেচ পরিসংখ্যানসহ দাগগুচ্ছ জরিপ প্রতিবেদন বিভাগীয়ওয়ারী সমন্বয় করে নির্ধারিত সময়ে সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

> মাসিক কৃষি মজুরীর তথ্য বিভাগীয়ওয়ারী সমন্বয় করে নির্ধারিত সময়ে সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

> জনশুমারির ট্যাব প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা হয়েছে ।

> বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত জরিপের কাজসমূহ সুষ্ঠুভাবে তদারকির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে।

> স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে ।

নাগরিকের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করিবার জন্য প্রদত্ত সুবিধাদির বিবরণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মোবাইল নাম্বার	ইমেইল আইডি
১।	তুষার কান্তি রায়(এস আই)	০১৭১৮-৬৪৮৮৯৯	tusharkroy21312@gmail.com
২।	ফারুক হোসেন(চেইনম্যান)	০১৭০৭-৪৭১৮১৮	farukhossen831@gmail.com